শ্রীশ্রীমহাসরস্বতী মাতায়ৈ নমঃ।

এই বছরের নতুন ভাদুর গান
দাদারা রক্ততিলক নিয়ে যান
কপালে একটি ফটো
দাম মাত্র পঁচিশ পয়সা!

॥ রক্ততিলক ॥

—ভাদুসঙ্গীত—

প্রণেতা ও প্রকাশক ঃ—

শ্রীদুর্গাদাস দে

জুনবেদ্যা, বাঁকুড়া

মূল্য—পঁচিশ পয়সা মাত্র

কালীময়ী-প্রেস ঃ বড়কালীতলা, বাঁকুড়া

শ্রীদুর্গাদাস দে

সাইনবোর্ড, রবারস্ট্যাম্প ও সিনেমাস্লাইডের

অর্ডার সাপ্লায়ার্স

অফিস :—

° স্টুডিও আপনজন °

চকবাজার ঃ বাঁকুড়া

ঃ ডাক্তার পূজা ঃ

রচি: [illegible]

কি আনন্দে পূজিছে কারা যতন।
এবৎসর বাজার মন্দা গো সবাই নিরানন্দ মন,
যখন এসেছে আনন্দময়ী এ দুঃখ কর মোচন।
জিনিষ পত্রের দর বেড়েছে গো মানুষ বাঁচে কষ্টক্ষণ,
সাড়ে তিনটাকা চালের কেজি মিটির দেখা নাই এখন।
চাকরীর বাজার নো ভেকেন্সি বাবুসাহেবও রবেনা মন,
শুধু দলে দলে টিউশনে আড্ডা মারি সর্বক্ষণ।
তাই মনের দুঃখে বসে কটি ডাক্তর গান করেছি রচন,
যদি দয়া করে বেকার ছেলেদের দেখেন সুধীজন।

—:(০):—

মাটির প্রতিমার চোখে জল

[illegible] কলিকাল

দুর্গা পাড়ার দুর্গামায়ের চোখে জল।
আশ্চর্য ঘটনা এটা গো যাচ্ছে দেখতে দলে দল,
কারণটা কি বুঝাতে নারি মায়ের চোখে কেন জল।
দুর্গা পূজার অনাচারে গো নিরানন্দ মায়ের মন
তাই নতুন করে পূজা করে গো মায়ের দুঃখ করুন মোচন
কেউ দেখেছ কি এমন ব্যাপার যুগে যুগে হয় বিফল।

—:):(:—

—:):(:—

১ গীত

ভাদুর বিয়ে

মনোমত বরে।

ভাদুর বিয়ে হবে বোম্বাই শহরে।

কালকে বরকর্ত্তা এসেগো গিয়েছে ঠিক করে॥

লেনা দেনা কথাবার্ত্তা সব গেছে পাকা করে।

এরোপ্লেনে বর আসিবে গো রাত্রি বারোটার পরে॥

গুড় গুড় শব্দে নামবে এসে বাঁকুড়া চকবাজারে।

কত ঢোল সানাই আর কাঁসি বাঁশি বাজবে গো মধুরস্বরে॥

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে নিতে হবে পাশ করে।

নইলে টাউন ঘোরা চলবে না আর চেয়ে রইতে হবে দ্যা করে॥

—:(•):—

২ বুড়োর বিয়ে

আমি করবো বিয়ে,

ইচ্ছে হচ্ছে নাচ করি ধিয়ে ধিয়ে।

চুল ছাড়িয়ে সাবান মেখেগো এসেছি ফাইন হয়ে,

তোমরা এসনা কেউ আমার কাছে লাফ দিয়ে পড়বে ঘাড়ে।

বিশ হাজার পন হেঁকেছি হে পাত্রীর বাপ আছে কাঁপছে ভয়ে,

ওহে ড্রাইভার দেরী কিসের বে শীঘ্র আয় গাড়ী নিয়ে,

নইলে বেশী দেরী চলবেনা আর যাত্রা করবো হাঁটিয়ে।

সেখানে শালীরা বুঝি বে আছে পথ পানে চেয়ে,

আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী চাঁদবদনী সে আছে রেডি হয়ে॥

—:)•(:—

ভাদুর বাসর দেখে

(বিরোধী পার্টী)

খুব দেখাস লো হাতে ঘড়ি
ভাদুর মুখটা ধানসিজা হাঁড়ি।
এমনি বাসর সাজাইলি লো জুটেনা ছুটি শাড়ী
এই ছেঁড়া তালাই টাঙ্গাইলি বেঁধে, বেঁধে বিচাল দড়ি
দাম লাগেনা শালুক ফুলের লো, তুলেছিস লো একগাড়ী
কিন্তু মিষ্টি দিতে মুরাদ নাইলো শুধুই এত চড়বড়ি।
অনুমানে যাচ্ছে বুঝালো নাই তোদের টাকাকড়ি
তাই তাল কুড়িয়ে একথাল মেড়ে দিয়েছিসলো তালথাড়ী।
ফেরি দিয়ে কাপড় পরেলো, দেখাস লো ফাইন শাড়ী
আনলি ধোপা ঘরে ভাড়া করে মরণ নাই লো গলায় দড়ি।

—:( ):--

—বিদায়—

আমার ভাদুধনে
বিদায় তোরা দিবিলো কেমনে।
কেমন করে থাকব ঘরে লো ধৈর্য্য ধরে পরাণে,
আমার বিদায় দিতে মন সরেনা তিল শান্তি নাই প্রাণে।
শশুরবাড়ী যাবে চ'লেলো সকালে ছ'টার ট্রেনে,
একটি বছর কেমন করে থাকব লো অদর্শনে।
দিব্যি করে বলছি তোদিকে লো আমার কথা শুনে কানে,
ভাদুমণি চলে গেলে বাঁচব না লো জীবনে॥

—:০:—

স্বয়ং মহাদেব জানতে নারি ধ্যান করে যোগাসনে।
কত যোগী ঋষি মুনি গো ধ্যানে সদাই মগনে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অন্ত না পায় দেবগণে।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালেতে গো এই চোদ্দ ভুবনে,
ভাদুর মহিমা বলি জানতে নারল কোন জনে ॥

—:•:—

—ভাদুর আরতি—

(কীর্ত্তনসুর)

জয় জয় ভদ্রেশ্বরী শরণ তোহারী,
আরতি করতহি যত কুলনারী।
বাসর বনাইল কাপড় কাণ্ডারী,
টাঙ্গাইয়া দিল বলি নানা রংয়ের শাড়ী।
ছাপ্পান্ন সন্দেশ নানা লুচি পুরী,
খাজা গজা মণ্ডামিঠাই সিঙ্গাড়া কচুরী।
থালাতে থালাতে সবাই সুসজ্জিত করি,
মটা মটা পানের খিলী বাটা দিল ভরি।
রতন প্রদীপ জ্বালি দীপ উজারি
আরতি করে যেহ সবার সুন্দরী
চামর ঢুলায় যত নারী ভাদুমণির বদনহেরি
তা দেখিয়ে মহারাজের নয়নেতে বারি।
বলে আর কতদিনে পাব
ভাদু তোমার থালার শীতল আমি কতক্ষণে খাব।
ওই খাজা গজা মণ্ডা মিঠাই আমি কতক্ষণে পাব ॥

—:)•):—

কাশীপুরে ভাদুপুজা

কাশীপুরের মহারাজা

ভক্তিভাবে করে গো ভাদুপুজা।

সাড়ে তিনমণ ভাজে গো বড়বড়া কলাই ভাজা।

ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণ দিয়ে আসে যত প্রজা

নিমন্ত্রণ পেয়ে বলি গো কেউ আনে শশার বজা।

কেউ আনে পাকা কলা, মটা মটা তাজা তাজা।

কেউ বা আনে ডালাভর্তি করে গো মণ্ডা মিঠাই খাজা গজা

কেউ বা এনে হাজির করে খাঁটি ঘিয়ের লুচিভাজা

মহাসমারোহে পূজা গো কাশীপুরের মহারাজা,

নানা প্রকার বাদ্যভাণ্ড, চাই গুড় গুড় ঢাক বাজা।

আবার সাধু সন্ন্যাসী এসে জুটে উড়ায় তারা হরদম গাঁজা।

আবার যত প্রজাকে পাত পাড়িয়ে পেটভর্তি খাওয়ায় খাজা।

ব্রতী হয়ে যত নারী গো যাদের ছেলে মেয়ে নাই হাজা

বলে কাঁথে কোলে পেলে দিব বড়বড়া কলাই ভাজা।

—:০:—

ভাদুর মাহাত্ম্য

ভাদুর পূজা বিনে

কলিকালে কি ফল অন্য সাধনে।

আপনি অনন্ত দেবগো করতে নারি বর্ণনে

বেদ বিধিতে অন্ত নাই যার শাস্ত্রে নাই কোনখানে

গোলোক বিহারী হরি গো সদা চিন্তা তার মনে,

—দেশের হাওয়া—

ও মরা তুই সাবধানে
চলা ফেরা করবি রে তুই শুন কানে।
দেশের হাওয়া বইছে যেমন রে, চলতে হবে সেই মেনে,
কথা কাটাকাটি ঝগড়াঝাটি করিসনা কারো সনে।
অরাজকতা হয়েছে দেশের কেউ কাউকে না মানে।
কোথায় কানা কোথায় বোবা কোথায় দেখরে চোখে শুনরে কানে॥
নিত্য নিত্য হচ্ছে খুন রে বাঁচবি যদি পরাণে,
তুই ঘরের ছেলে ঘরেই তামাক খাবি বসে গোপনে॥

—:•:—

ঃ বাসে চেপে মানুষের দুর্গতি ঃ

বাসে বাদুর ঝুলা
হয়ে যাচ্ছেরে মানুষ গুলা॥
কোনখানাতে চাপবে বাসে রে যাবনা বলি তিল ফেলা,
তবু বলে চাপব বাসে এমনি রে মানুষগুলি!
ঠকুরা ঠকুরি যাচ্ছে কারুরে যত পার হাত ঝুলা
আবার উপর থেকে পড়ছে দুম দুম রক্তেতে বান ঘুলঘুলা
গাছের ডালে লাগছে যার রে হচ্ছেরে পটল তুলা।
আবার খসলে পড়ে কারু বলি যাচ্ছেরে হাঁটু ছুলে
মধু ঘোষের যত দোষের, পিঠে বেঁধে রাখবে কুলা
নইলে কিল ঘুসিতে সিজিয়ে দিবে একবারে যে পিঠগুলা।

—:•:—

৩ ফাঁদি

নাকের ফাঁদি দিয়ে,
ভাদ্রপুরায় মুখ দেখাব কেমনে।
অন্য গয়না চাইনা কিছু হে
সোনার নথটাই দাও কিনে।
নইলে পরবে গরব রবেনা,
নাক ভুলা সাজবে কেনে।
সেকালের নথ রাখা আছেরে
শিকায় তোলা যতনে।
তাতে নাক ছাবিতে পড়ল চাবি
নীরায় কি কার মন মানে
দেখতে যেমন খোকার লাগবে হে
দাও একটা আমায় কিনে.
পাথর বসা নতুন ক্যাটিং
নেবনা টানা দিনে।

—:: ::—

৪ গুগুনিয়ায় জল আনা

ভোলেনারা

ও সই তব সহেনা
গুগুনিয়ার জল আনি চল যাইনা
ছেলে বুড়ো সবাই যাচ্ছে লো
আমরা কেন যাবনা।

—গীত—

জল লইয়ে নেচে নেচে ভোলা ও

আসব হিন্দী গান করে।

আবার পাড়ার ছেলে রইবে সাথে

ভয় করবো নাই কাহাকে॥

মাটির ভাঁড় আর কম দামী বাক্

নিয়ে যাব সঙ্গ করে।

আনব পিতলের ভাঁড় সাজানো বাক্

আসব যখন বাড়ী ফিরে॥

—::•::—

৫ তামাক মাহাত্ম্য

তামাক বিনে

দশবার করে মুখ ধুই বল কেমনে।

ভাত না খেলে থাকিতে পারি গো।

মুস্কিল হয় তামাক বিনে।

এমন কঠিন নেশায় সেই মজেছে

যেই ফেলেছে বদনে॥

সকাল হতে সন্ধে তক গো

তামাক কৌটা আছে সনে।

ছেলে বুড়োর নেইকো বিচার গো

সবাই লাগায় বদনে।

একদিন না তামাক হলে

মন বসেনা কোন কাজে।

—:•:—

শ্রীরাধাকৃষ্ণেরই নাম
দুনয়নে বারি বয়ে অবিরাম
দুর্গা দুর্গা বলে কতো তরে গেল পাপীজন
দান দক্ষিণা দিয়ে সবে গো পূজিছে ব্রাহ্মণ চরণ।
সম্বৎসরে একবার মাত্র রচে লোকে ভাদুগান
দেখা দেখি আমিও এবার ভাদুসঙ্গীত রচিলাম।

—:০:—

বলি ঠাকুরজামাই।

বাঁকুড়াতে ফিল্লিম দেখতে যাওয়া চাই
ভালো ভালো ফিলিম গেল গো যাওয়া মোদের হল নাই
এবার ফুলেশ্বরী দেখব মোরা চণ্ডিদাস সিনেমায়
এমনি তোমার মতি গতি হে হিন্দী ছাড়া দেখ নাই
সেদিন কলকাতাতে রবী দেখলাম মোটেই ভালো লাগে নাই

—:০:—

মাথাবাঁধার ফ্যাসান

ও ভাই আর বলিস না
মাথাবাঁধার ফ্যাসান দেখে বাঁচিনা।
ছুঁড়ি হয়ে বুড়ি হলাম লো তিনগুছি বই জানিনা,
হরেক রকম মাথাবাঁধা কত যে যায় নাম শোনা।
তিরিশ গুছি পঞ্চাশ গুছি একশ গুছিও আঁটেনা,
রকম রকম মাথাবাঁধা গো সিনেমাতে যায় দেখা
এখন বাঁকা সিতায় সিন্দুর পরে সোজা সিতায় পরেনা।

—:০:—

সাবধান ! সাবধান !

ইন্দুরের বংশ ধ্বংস করুন।

নিয়ে যান স্বপ্নার

॥ র‍্যাটফো ॥

ইন্দুর মারা বিষ

স্বপ্না কেমিকেল ওয়ার্কস

খানাকুল, হুগলী

সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।